রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৫/২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৫ মোতাবেক ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্পতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৯ সনের ০১ নং আইন

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর কতিপয় সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) "ইট" অর্থ বালি, মাটি বা অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা ইটভাটায় পোড়াইয়া প্রস্তুতকৃত কোনো নির্মাণ সামগ্রী;";

মূল্য : টাকা ১২.০০

(গ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ছ) "ইটভাটা" অর্থ উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন, জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং বায়ুদূষণকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে নির্ধারিত মান মাত্রায় রাখিতে সক্ষম এমন কোনো স্থান বা অবকাঠামো যেখানে ইট প্রস্তুত করা হয়;";

(ঘ) দফা (ঞ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঞঞ) "ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick)" অর্থ যে সকল ইটে প্রযুক্তি ব্যবহারক্রমে একাধিক ছিদ্র (hole) রাখা হয়;";

(ঙ) দফা (ঠ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঠঠ) "তপশিল" অর্থ এই আইনের তপশিল;";

(চ) দফা (ন) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (নন) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(নন) "ব্লক" অর্থ বালি, সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ বা মাটি ব্যতীত অন্য কোনো উপাদান, না পোড়াইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোনো নির্মাণ সামগ্রী;";

(ছ) দফা (প) বিলুপ্ত হইবে।

৩। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৪। **লাইসেন্স ব্যতীত ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোনো ব্যক্তি ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্লক প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে এইরূপ লাইসেন্স এর প্রয়োজন হইবে না।"।

৪। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৪ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এরপর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৪ক। **ইটভাটা ব্যতীত ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**—ইট প্রস্তুতের জন্য এই আইনে সংজ্ঞায়িত ইটভাটা ব্যতীত অন্য কোনোরূপ ইটভাটা পরিচালনা কিংবা চালু করা যাইবে না।"।

৫। **২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে কোনো ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন: